স্থানীয় নেশাগ্রস্তদের ঘুমানোর ঠিকানা স্টেশনের টিকিট কাউন্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর ঃ খড়গপুর বাসস্ট্যান্ডের দিকের রেলের ২নং টিকিট কাউন্টার প্রায় দিন ব্যস্ত সময় বন্ধ। শুধু তাই নয় ৫টা কাউন্টার থাকা সত্ত্বেও খোলা হয় ১টা কাউন্টার বলেই অভিযোগ। নিত্যদিনের এই সমস্যায় নাজেহাল সকলেই। রেলের ২নং টিকিট কাউন্টার বন্ধ এবং স্থানীয় নেশাগ্রস্তদের ঘুমানোর ঠিকানা স্টেশনের ওই টিকিট কাউন্টার। কে শোনে কার কথা। ওই নেশাগ্রস্ত যুবকটিকে উঠতে বললে তৎক্ষণাৎ সেই নেশাখোর যুবকটি অকথ্য ভাষায় নোংরা কথা বলতে থাকে। এই স্টেশনে প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াত। কাউন্টারের চারদিকে কুকুর শুয়ে। এর জেরেই টিকিট কাটতে যেতে ভয় পান অনেকেই বলে অভিযোগ। কাউন্টারে নেই কোনো নিরাপত্তা। যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। অবশ্য এই বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ উদাসীন বলেই অভিযোগ। যাত্রীদের বক্তব্য, একেই তো একটা কাউন্টার খোলা থাকে প্রতিদিন। তার ওপরে বন্ধ কাউন্টারের জানালার উপরে নেশা করে ঘুমাচ্ছে যুবকটি। রেল কর্মীর চোখের সামনেই শুয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁরা কিছুই বলেন না। আমাদের অফিস যেতে খুব সমস্যা হয়। কাউন্টারে রেলের কর্মী বসে ফোনে কথা বলেন কিন্তু কাউন্টার খোলেন না। আমরা চেঁচিয়ে বললেই ওরা বলে কাউন্টারে কর্মী নেই। কর্মী আসুক কাউন্টার খোলা হবে। কিন্তু যে কাউন্টারটি খোলা সেই রেল কর্মীও এত ধীর গতিতে কাজ করেন কি আর বলবো। কিছু বললেই শুরু করে দেন জিআরপিকে দিয়ে গ্রেপ্তার করানোর হুমকি। তাছাড়া এই কাউন্টারের মধ্যে এত দুর্গন্ধ যে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটাটাই সমস্যার। অবশ্য আমরা এই বিষয়ে ওই মুহূর্তের কাউন্টারের ভেতরে থাকা রেলের এক কর্মীকে জিজ্ঞাসা করি কাউন্টার বন্ধ কেন? তৎক্ষণাৎ ওই রেল কর্মীটি উত্তেজিত হয়ে বলেন, দেখবেন পুলিশকে দিয়ে গ্রেপ্তার করবো। যখন কর্মী আসবে তখন কাউন্টার খোলা হবে। বিরক্ত করবেন না। ওই একটা কাউন্টার খোলা রয়েছে ওখানে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটুন। আমার মাথা গরম করবেন না।

সাইকেল ও তাপনিরোধক বাক্স প্রদানের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ উপভোক্তা তালিকায় নাম থাকলেও বহু মৎস্যজীবি সাইকেল-সহ তাপনিরোধক বাক্স পায়নি। অবিলম্বে এই মৎস্যজীবিদের এই সাইকেল ও তাপ নিরোধক বাক্স প্রদানের দাবি জানিয়ে-সহ মৎস্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবি ইউনিয়ন। এই মৎস্যজীবি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল রায় জানিয়েছেন, গত বছর ডিসেম্বর মাসে কাঁথি মহকুমার ৪২টি খটির পরিচালন কমিটিগুলিকে চিঠি দিয়ে মৎস্য দফতর জানায় গরিব মৎস্যজীবিদের তালিকা পাঠাতে। সেই তালিকা অনুযায়ী এই মৎস্যজীবিদের বেহুদিয়া জাল ও সাইকেল সহ তাপ নিরোধক বাক্সপ্রদান করা হবে। চঞ্চল রায় জানিয়েছেন, প্রাপকদের জাল দেওয়া হলেও সাইকেল-সহ তাপ নিরোধক বাক্স বিতরণ করেনি মৎস্য দফতর।

ফলে এই নিয়ে নিরোধক বাক্স পায় তার ব্যবস্থা করার জন্যে সহ মৎস্যঅধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবি ইউনিয়ন।

বেহাল জিঞ্জাদা- সাগরবাড় রাস্তা কংক্রীট করার দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ কোলাঘাট ব্লকের বেহাল জিঞ্জাদা বাজার হইতে সাগরবাড়হাট পর্যন্ত মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অনুপযোগী। বর্ষার পূর্বে পানীয় জল প্রকল্পের পাইপ লাইনের গর্ত খোঁড়ার দরুন বর্তমানে রাস্তাটি নরককুন্ড চেহারা নিয়েছে। রাস্তাটি একদিকে ৬ নং জাতীয় সড়কের জিঞ্জাদা বাসস্টপ অন্যদিকে বরদাবাড়-দেড়িয়াচক রাস্তার সাগরবাড়ের সাথে সংযোগ রক্ষা করছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দিয়ে সিদ্ধা শশী শ্রীপতি বিদ্যাভবন, সাগরবাড় বান্ধব সত্যেস্বর বিদ্যাভবনের কয়েক'শ ছাত্রছাত্রী ছাড়াও জিঞ্জাদা জুনিয়র স্কুল, জিঞ্জাদা দক্ষিণ পাড়া ও রেণুবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েক'শ কচিকাচা নিয়মিত যাতায়াত করে। সর্বোপরি বহু মানুষ ৬ নং জাতীয় সড়ক ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ভোগপুর স্টেশনের মাধ্যমে কলকাতা ও খড়গপুরের দিকে যাতায়াত করে। অন্যদিকে, সিদ্ধা ও সাগরবাড় হাটেও প্রত্যন্ত এলাকার মা-বোন-সহ সর্বস্তরের মানুষজন এই রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত করেন। এহেন রাস্তাটি চলতি বর্ষায় যাতায়াতের উপযোগী করে সংস্কার ও পুজোর পর কংক্রিট করার দাবিতে জিঞ্জাদা-সাগরবাড় রাস্তা উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে কোলাঘাটের বিডিওকে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন, কমিটির উপদেষ্টা নারায়ণচন্দ্র নায়ক, সভাপতি কমলেন্দু অধিকারী, সহসভাপতি দুলাল মন্ডল, যুগ্ম সম্পাদক অরবিন্দু অধিকারী, সৈয়দ সাদেকুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ সমরেশ পড়িয়া।

বিডিও রাস্তাটি ঢালাই করার জন্য হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদে পাঠানো-সহ আপাতত সংস্কার করার জন্য সিদ্ধা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বলবেন বলে আশ্বাস দেন।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরি ১নং ব্লকের বীরবন্দর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাটনা পল্লীশ্রী মিতালী সংঘের উদ্যোগে সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি রক্তদান শিবির, মনীষীদের জীবনচর্চা ও মূল্যায়ণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে এবার সংস্থার সম্পাদক সত্যগোপাল পন্ডা, সভাপতি তাপস সামন্ত ও শুভানুধ্যায়ী দিলীপ পন্ডার তৎপরতায় কেরালার বন্যাদুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০০১ টাকা দান করল। সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পাদক বলেন, সংস্থার সকল সদস্য ও এলাকাবাসী যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মাছ চাষে মাছের জন্য ভাসা খাবার প্রয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষে মাছের ভাসা খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাণিজ্যিকভাবে মাছচাষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা হিসাবে পরিচিত। আর মাছ চাষের ৬০-৮০ শতাংশ খরচ ব্যয় করতে হয় মাছের খাদ্যের ওপর। তাই খাদ্যের এফসিআর ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিলেন হলদিয়া ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমন কুমার সাহু। সুমন কুমার সাহু বলেন যে, রাজ্য মৎস্য দপ্তর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষে মাছের ভাসা খাদ্য প্রয়োগের বিষয়ে প্রযুক্তিগত তথ্য দিয়েছেন, সেই বিষয়ে আমরা আধিকারিকরা চাষিদের সেই বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তুলছি, মাছের ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ সম্পর্কে মৎস্য দপ্তরের সরকারি নির্দেশিকা ধরে আলোচনা করা হয় শিবিরগুলিতে। হলদিয়ার মৎস্য আধিকারিক জানান যে, আধুনিক মাছ চাষে মাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সম্পূরক খাদ্য। আর এই মাছের খাবারের আধুনিক প্রযুক্তি হল ভাসা খাবার। এই খাদ্য জলে ভেসে থাকতে পারে, ফলে মাছেরা খেতে সুবিধা হয়। কিন্তু সাধারণ মাছ চাষিদের এই খাবার প্রয়োগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তেমন নেই। মাছ চাষে এফসিআর হল খাদ্য রূপান্তর হার, অর্থাৎ ১ কেজি মাছ উৎপাদন করতে কত কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয় তার অনুপাতকেই খাদ্যে এফসিআর মান বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক কেজি মাছ উৎপাদন করতে যদি ১.৫ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে উক্ত তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাছের এফসিআর হবে ১ঃ১.৫। খাদ্যের এফসিআর মান জানলে এক কেজি মাছের উৎপাদন খরচ কত তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। সুমনবাবু বলেন, পুকুরে মাছের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য পুকুরে মাছের চারা ছাড়ার সংখ্যা, মাছের বাঁচার হারের ওপর নির্ভর করে মাছের খাবার দিতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর মাছের গড় ওজন নিয়ে প্রতিদিনের গড় বৃদ্ধির হার নির্ণয় করে খাদ্য তালিকা অনুযায়ী মাছের জন্য প্রতিদিন কত খাদ্য দরকার তা নির্ধারণ করতে হবে। জলের তাপমাত্রার ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। কারণ তাপমাত্রার তারতম্য মাছের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ২৮-৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা মাছ চাষের অনুকূল পরিবেশ। তাপমাত্রা কমে গেলে মাছ খাদ্য কম করে। প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর জলের স্বচ্ছতার উপর নজর রাখতে হবে। জলের স্বচ্ছতা ৩০-৪০ সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকা দরকার। জলের স্বচ্ছতা খুব কমে গেলে এবং জলের রঙ ঘন সবুজ হলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম হবে, ফলে মাছের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। নিয়মিত জলের অক্সিজেন মাত্রার উপরও নজর রাখতে হবে। নিয়মিত জলে চুন প্রয়োগ করে জলের পিএইচ মাছ চাষের অনুকূল রাখতে হবে। মাছ চাষের অনুকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মডেল খাদ্য তালিকায় ২৫-৫০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ২ গ্রাম। এই মোট ২ গ্রাম দৈনিক খাদ্যের ৫০ শতাংশ সকাল ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ এবং বাকি ৫০ শতাংশ বিকেল ৩.৩০ থেকে ৪.৩০ টায় দিতে হবে। অনুরূপভাবে ৫০ গ্রামের উপর থেকে ১০০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৩ গ্রাম; ১০০ গ্রামের উপর থেকে ১৫০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৩.৫ গ্রাম; ১৫০ গ্রামের উপর থেকে ২০০ গ্রাম গড়ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৪.৫ গ্রাম; ২০০ গ্রামের উপর থেকে ২৫০ গ্রাম গড়ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৪.৫ গ্রাম। এগুলো ৫০ শতাংশ সকাল ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ এবং বাকি

৫০ শতাংশ বিকেল ৩.৩০ থেকে ৪.৩০ টায় দিতে হবে। এরপর থেকে ২৫০ গ্রামের গড় ওজনের উপরের মাছের জন্য মোট দৈনিক খাদ্যের ৪০ শতাংশ সকাল ৬.৩০ থেকে ৭.৩০, মোট দৈনিক খাদ্যের ২০ শতাংশ দুপুর ১০.৩০ থেকে ১১.৩০ এবং বাকি ৪০ শতাংশ বিকেল ৩.৩০ থেকে ৪.৩০ সময়ে দিতে হবে। ২০০ গ্রামের উপর থেকে ২৫০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৫ গ্রাম। ৩০০ গ্রামের উপর থেকে ৪০০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৫.৫ গ্রাম। ৪০০ গ্রামের উপর থেকে ৫০০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৬ গ্রাম। ৫০০ গ্রামের উপর থেকে ৬০০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৭ গ্রাম। ৬০০ গ্রামের উপর থেকে ৭০০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৮ গ্রাম। ৭০০ গ্রামের উপর থেকে ৮০০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ৯ গ্রাম। ৮০০ গ্রামের উপর থেকে ১০০০ গ্রাম গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ১০ গ্রাম। ১০০০ গ্রামের উপর মাছের গড় ওজনের প্রতিটি মাছের জন্য দৈনিক মোট খাদ্য ১০-১১ গ্রাম। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে মাছের খাদ্য প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করেন হলদিয়া ব্লকের মৎস্য আধিকারিক সুমন কুমার সাহু। উনি বলেন, যদি একটি পুকুরে ১০০০টি ২৫ গ্রাম ওজনের চারা পোনা ছাড়া হয়েছে। তাহলে ২৫ গ্রাম মাছের জন্য প্রতিদিন ২ গ্রাম খাদ্য দরকার। তাহলে ১০০০টি মাছের জন্য প্রতিদিন খাদ্য দরকার ১০০০ X ২গ্রাম = ২০০০ গ্রাম বা ২ কেজি। পুকুরে মাছের জন্য ২ কেজি খাদ্য দরকার। পুকুরে প্রতিদিন দুবার খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সকাল (৬.৩০-৭.৩০) ১ কেজি ও বিকেল (৩.৩০-৪.৩০) ১ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। আবার পুকুরে ১০০০টি ২৫ গ্রাম ওজনের চারা পোনা ছাড়ার ৬০ দিন পর প্রতি মাছের ওজন যদি ১৬০ গ্রাম হয় এবং মাছের বাঁচার হার ৯০ শতাংশ হয় (অর্থাৎ ৯০০টি মাছ বেঁচে আছে) তাহলে খাদ্য তালিকা অনুযায়ী একটি ১৬০ গ্রাম মাছের জন্য ৮ গ্রাম খাদ্য দরকার। তাহলে ৯০০টি মাছের জন্য খাদ্য দরকার ৯০০ X ৮গ্রাম = ৩৬০০ গ্রাম বা ৩ কেজি ৬০০ গ্রাম। তাহলে পুকুরে মাছের জন্য প্রতিদিন ৩ কেজি ৬০০ গ্রাম খাদ্য দরকার। পুকুরে প্রতিদিন দুবার করে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সকালে (৬.৩০-৭.৩০) ১ কেজি ৮০০ গ্রাম ও বিকালে (৩.৩০-৪.৩০) ১ কেজি ৮০০ গ্রাম খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সুমনবাবু এও বলেন যে, খাদ্য ছড়ানোর পর মাছ চাষিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে, প্রয়োজনে মাছের খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে হবে। যদি দেখা যায় খাদ্য প্রয়োগের ২৫-৩০ মিনিটের মধ্যে সমস্ত খাদ্য মাছ খেয়ে নিয়েছে তবে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ ঠিক আছে। যদি খাদ্য সম্পূর্ণ না খেয়ে থাকে তবে পরবর্তী সময়ে (দুপুর বা বিকাল) খাদ্যের পরিমাণ কমাতে হবে। অনুরূপভাবে পরবর্তী সময়েও (দুপুর বা বিকাল) দেখতে হবে ২৫-৩০ মিনিটের মধ্যে সমস্ত খাদ্য মাছ খেয়ে নিয়েছে কি না? যদি খাদ্য সম্পূর্ণ না খেয়ে থাকে তবে পরবর্তী সময়ে খাদ্যের পরিমাণ কমাতে হবে। আর যদি দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি মাছ খাদ্য খেয়ে নিয়েছে এবং খাদ্যের জন্য ঘোরাঘুরি করছে তাহলে পরবর্তী সময়ে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য পুকুরে পাড় দিয়ে পুকুরের জলের চারিদিকে সমপরিমাণ হারে ছড়িয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে হাওয়ার প্রতিকূলতায় ভাসমান খাদ্য যেন পুকুরের কিনারায় চলে না আসে। খাদ্য প্রয়োগের কয়েকদিনের মধ্যে যদি দেখা যায় কোন পুকুরে কোন একটি অঞ্চলে মাছ আনুপাতিক হারে বেশি আছে এবং খুব তাড়াতাড়ি খাদ্য খেয়ে নিচ্ছে তবে সেই অঞ্চলে একটু বেশি পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি দেখা যায়, কোন পুকুরের কোন একটি অঞ্চলে মাছ আনুপাতিক হারে কম আছে এবং খাদ্য ভেসে থাকছে অর্থাৎ ২৫-৩০ মিনিটের মধ্যে সমস্ত খাদ্য খাচ্ছেনা তাহলে সেই অঞ্চলে কম পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। নৌকা বা ভেলা তৈরি করে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য জলে সমপরিমাণ হারে ছড়িয়ে দিতে হবে। সর্বদা একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে যে খাদ্য সব সময় নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে কারণ মাছ কিছু দিনের মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলে খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যেহেতু মাছ ভাসমান খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত নয় তাই প্রথম কয়েকদিন মাছের এই খাদ্য গ্রহণ করতে কিছু বেশি সময় লাগবে। কয়েকদিন পরে মাছ এই খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। এই বিষয়টির দিকেও মাছ চাষিকে নজর রাখতে হবে। শীতকালে অর্থাৎ জলের তাপমাত্র কমে গেলে মাছ চাষিকে এই খাদ্য তালিকার পরিবর্তন করে নিতে হবে। শীতকালে দিনে একবার বা দুবার খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। যখন সকালে জলের তাপমাত্রা কম থাকে তখন খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। জলের তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকবে অর্থাৎ দুপুর ১১-১২ টার মধ্যে সকালের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের ৫০-৬০ শতাংশ প্রয়োগ করে দেখতে হবে মাছ এই পরিমাণ খাদ্য খেয়ে নিচ্ছে কিনা? যদি খাদ্য প্রয়োগের ৩০ মিনিট পরেও জলের উপর খাদ্য ভাসতে থাকে তবে বিকালের খাদ্য প্রয়োগের উপর নজর দিতে হবে। এই ভাবে মাছ চাষি পর্যবেক্ষণ করে শীতকালে মাছের খাদ্য তালিকার পরিবর্তন করে নিতে পারবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মাছ চাষে মাছের ভাসা খাদ্য প্রয়োগের বিষয়ে বলতে গিয়ে হলদিয়া ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমন কুমার সাহু বলেন যে, সর্বোপরি মাছচাষির অভিজ্ঞতা, পুকুরের পরিবেশের ও মাছের খাদ্য গ্রহণের চাহিদার উপর ভিত্তি করে মাছচাষি এই খাদ্যের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে।